যুগান্তর

তারিখ ... SEP. 07. 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১ .....

ঝরে পড়া কিশোর শিক্ষার্থী ও বাউবির উন্মুক্ত শিক্ষা

মোঃ আবুল কাশেম শিখদার

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে বলে দাবি করা হয়, তাদের মধ্যে প্রায় ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী পাস করার আগেই ঝরে পড়েছে (তথ্য সূত্র : এডুকেশন ওয়াচ ২০০৩-০৪ গণসাক্ষরতা অভিযান)। একই সঙ্গে আর্থিক অসুবিধার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারছে না। কেননা গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও হাইস্কুল ও গার্লস হাইস্কুলের সংখ্যা খুবই সামান্য। ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পাঠবিরতি ঘটেছে অনেক শিক্ষার্থীর। সমাজে ১১-১২ বছরের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা তখন নানাবিধ বাস্তবতায় বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। জাতির আগামী প্রজন্ম তখন একটি অবহেলিত ধারায় বিকশিত হচ্ছে, যা আদৌ একটি উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের প্রত্যাশা হতে পারে না। সমাজের এই অবহেলিত অংশকে শিক্ষার আলোয় টেনে আনার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে এনজিওগুলো ভাবলেও এদের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির কোন সুযোগ ছিল না। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই সুযোগবঞ্চিত অবহেলিত কিশোরদের শিক্ষা দেয়ার মানসে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যারা এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ম শ্রেণী পড়া শিক্ষার্থী যারা বাস্তবতার কারণে শিক্ষাবঞ্চিত রয়েছে, তাদের শিক্ষার করিডোরে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী, মাঝখানে যারা পড়েনি, যাদের পড়ার ইচ্ছে থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার অভাবে পড়ার স্বাদ নিতে পারেনি— তাদের শিক্ষার আলোর ভুবনে এগিয়ে নিতে তৎপর হয়েছে বাউবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের মুখপাত্র হিসেবে ইতিমধ্যে দেশজুড়ে পরিচিতি লাভ করেছে। গণসাক্ষরতা অভিযান এনজিও স্কুল সম্পন্ন করা ছেলেমেয়েদের বাউবির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠের একটি ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানায়। এসএসসির আগে এই একাডেমিক প্রোগ্রামটির নাম জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট সংক্ষেপে জেএসসি। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা'র যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্যই উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দেশের সব ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীকে এই পাঠ সাইকেলে নিয়ে আসাই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য। এ পাঠ সাইকেলটি সমাপ্ত করতে পারলেই যে কেউ উন্মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সিঁড়িতে অধ্যয়ন করতে পারছে। দাতা সংস্থা রয়েল নেদারল্যান্ডস এমবেসি (RNF) ও সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDE) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানে এগিয়ে আসতে সম্মত হয়েছে। ১ জুলাই ২০০৫ থেকে প্রকল্পটির যাত্রা শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের পাঠ সামগ্রী শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে অ্যানিমেটেড সিডি, ইন্টারঅ্যাকটিভ সিডি, অডিও ভিজ্যুয়াল মেটেরিয়েলস ও অডিও-ভিডিও প্রোগ্রামের সুবিধা দেয়া হবে।

জেএসসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারী শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব হবে। প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ জুনিয়র শিক্ষাকে ঝরে পড়াদের মধ্যে নিয়ে আসা গেলে স্বল্প খরচে উৎপাদনমুখী শিক্ষার সুযোগ দিয়ে দেশে দক্ষ জনশক্তি জোগান দেয়া সম্ভব হবে।

জেএসসির পাঠসূচিতে আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক কোর্স রয়েছে। আবশ্যিক কোর্সে রয়েছে ৭টি বিষয়— বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ব্যবসা শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা। পাশাপাশি নৈর্বাচনিক কোর্স হিসেবে থাকছে ৩০টি কোর্স। এগুলোর মধ্য থেকে যে কোন ৩টি বিষয় নিয়ে কোর্স সমাপ্ত করা যাবে। এগুলো হচ্ছে— মাশরুম চাষ, মৌ চাষ, গরু-ছাগল পালন, নার্সারি ব্যবস্থাপনা, বিউটি কালচার, খাদ্য ও পুষ্টি, টিস্যু কালচার, পোল্ট্রি, হাউস কিপিং, গার্ডেনিং, শিশু পরিচর্যা, চুল কাটা, ক্লিনিং, নিরাপত্তা প্রহরী, অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক কাজ, বুক বাইন্ডিং, এমব্রয়ডরি, ভিডিও অপারেশন, টেইলারিং লেদারের কাজ, রেডিও মাইক অপারেশন, গার্মেন্টস, বাঁশ-বেতের কাজ স্বাস্থ্যকর্মীর কাজ, বাস কন্ডাকটিং, ফ্রিজ, লাইট, টেলিফোন, মোবাইল মেকানিক ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের মোট পাঠ্যপুস্তক থাকবে ১০টি এবং ক্রেডিট সংখ্যা ১২০। শিক্ষা সময়ের মেয়াদকাল হবে ২ থেকে ৫ বছর। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন ২ বছর সর্বোচ্চ ৫ বছরের মধ্যে এ শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারবে।

ইতিমধ্যে বাউবির ওপেন স্কুলের অনুষদ সদস্য ও বিষয় বিশেষজ্ঞরা পাঠ উপকরণ তৈরির কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। আশা করা যায়, আগামী জানুয়ারি-২০০৭ থেকে এ প্রোগ্রামটিতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হবে এবং সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সহজেই কর্মক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হবে।